গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২৯ সংখ্যা | ২৮ ফেব্রুয়ারি - ৫ মার্চ ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

বাঁচার রাস্তা পেতে নামতে হল রাস্তাতেই

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিনিধিদের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন তুললেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই আগে কোনও দিন একা রাস্তায় বার হননি। কেউ কেবল সংসারের জোয়াল ঠেলেই বার্ধক্য পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শাহিনবাগের আন্দোলন মঞ্চে তাঁরাই অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছেন তরুণ প্রতিবাদীদের। দু'মাস কেটে গেছে, তাঁরা রাস্তায়। লাগাতার চলছে ধরনা। কখনও স্লোগান, কখনও বক্তৃতা আবার কখনও বা চলছে গান। তাঁরা গলা মেলাচ্ছেন স্লোগানে, বক্তাকে তারিফ জানাচ্ছেন। আবার কমবয়সি মা ধরনা চলার মধ্যেই দুরন্ত শিশুকে নিয়ে যখন নাজেহাল, তাঁরাই সামলাচ্ছেন সেই ঝক্কি। সারা দেশ শাহিনবাগের প্রতিবাদী মহিলাদের সাথে এই বর্ষীয়ান 'দাদি'দের কুর্নিশ জানাচ্ছে। তাঁদের সেইসব অমোঘ প্রশ্নের জবাবে নীরবতা আঁকড়ে থাকা ছাড়া উপায় খুঁজে পাননি শীর্ষ আদালতের প্রতিনিধিরা।

এবার চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন শাহিনবাগের বিক্ষোভকারীরা। যাবেন তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতেই। দেখি আলোচনা তিনি করেন কি না! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'শাহিনবাগে কারেন্ট লাগাতে' না পেরে কথা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন— শাহিনবাগের প্রতিবাদীরা এলে সরকার আলোচনা করবে। কিন্তু মিছিল করে আলোচনার জন্য এগোতেই রে রে করে তেড়ে এল কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ। যেতে দিল না মিছিলকে। কিন্তু ভয় দেখানো যায়নি শাহিনবাগকে। প্রতিবাদী মহিলারা তাই সুপ্রিম কোর্টের পাঠানো প্রতিনিধিদের চোখে চোখ রেখে জানিয়ে দিলেন, সরকারকে বলুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তুলে নিতে, এনআরসি প্রত্যাহার করতে। তাহলেই খুলে যাবে রাস্তা। তাঁরা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, ৬৭ দিন ধরে এতগুলি মানুষ তাঁদের কথা শোনাতে চাইছেন সরকারকে, মন্ত্রীদের সময় হল না একবার আসার? তাঁরা প্রশ্ন তুললেন, আজ আপনারা এসেছেন শুধু আমাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাস্তা চালু করার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু এই একটা রাস্তা যদি না আটকাত, আপনারা এটুকুও কি করতেন? কেন আমরা রাস্তায় এতদিন ধরে বসে— সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে এল না কেন? সরকার কি আদৌ মনে করে দেশের নাগরিকদের প্রতি তার কোনও দায়বদ্ধতা আছে?

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করেছিলেন, কে বলেছে আপনারা দেশের নাগরিক নন? গর্জে উঠল শাহিনবাগ— 'নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ'। অমিত শাহ এবং তাঁর দল বলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ মার্চ মহান স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিনের পাতায়

গো ব্যাক ট্রাম্প

দেশজুড়ে বিক্ষোভে এসইউসিআই(সি)

দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ। ২৪ ফেব্রুয়ারি

মোদি-ট্রাম্প সমঝোতায় ভারতীয় জনগণের স্বার্থ নেই

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

বিশ্বের ঘৃণ্যতম যুদ্ধবাজ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিজেপি সরকার কর্তৃক ভারতে আমন্ত্রণ জানানোর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক হানাদারবাহিনী যারা গণহত্যা চালাচ্ছে, একের পর এক দেশে অপছন্দের শাসককে ষড়যন্ত্র চালিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, দেশে দেশে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসন ও ধ্বংস চালাচ্ছে, সেই হানাদারবাহিনীর সেনাপতির পদে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয়হীন শরণার্থীতে পরিণত করেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকার বাণিজ্য-যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাকে তীব্রতর করেছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

এনপিআর, এনআরসি, সিএএ প্রতিরোধে

সংগ্রামের পথে বাংলার কৃষক

অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১-২ মার্চ সারা রাজ্যে কিষাণ মার্চের ডাক দিয়েছে। তাদের প্রধান দাবি এনপিআর-এনআরসি-সিএএ বাতিল করতে হবে। কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরদের সারা বছর কাজ দিতে হবে। এছাড়া কৃষক ও খেতমজুরদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই দাবিতে ইতিমধ্যে

গ্রামাঞ্চলে হাটে হাটে সভা, মিছিল, এলাকায় বৈঠক ইত্যাদি কর্মসূচি চলছে। স্থানীয় স্তরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ১ মার্চ রাজ্যের চারটি জায়গা থেকে বিশাল কৃষক মিছিল রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র উত্তরকন্যা ও নবান্নের দিকে অভিযান শুরু করবে। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি থেকে কৃষকরা যাবে শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায়। দক্ষিণবঙ্গে জয়নগর, মেচেদা, হাবড়া থেকে কৃষকরা অভিযান করে নবান্নে যাবেন। ২ মার্চ কলকাতার রামলীলা পার্কে অনুষ্ঠিত হবে বিরাট কৃষক সমাবেশ। বক্তব্য রাখবেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ, সভাপতিত্ব করবেন রাজ্য সভাপতি কমরেড শেখ খোদাবক্স। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখবেন এসইউসিআই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কেন এই কিষাণ মার্চ? কেন কৃষকরা এনপিআর, এনআরসি, সিএএ-কে দাবি সনদের প্রথম স্থানে রেখেছেন? কারণ এগুলির মধ্য দিয়ে কৃষক ও

দুয়ের পাতায় দেখুন

কিষাণ মার্চ-এর দাবি

- সর্বনাশা এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিল করতে হবে,
- ধান-পাট-আলু সহ সব ফসলের লাভজনক দামের ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের দাম কুইন্টাল প্রতি কমপক্ষে ২,৫০০ টাকা দিতে হবে,
- সমস্ত কৃষকের কৃষিঋণ মকুব করতে হবে,
- রাজ্য সরকারকে জুট করপোরেশন অফ বেঙ্গল গঠন করে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ন্যূনতম ৮০০০ টাকা কুইন্টাল দরে পাট কিনতে হবে,
- কৃষিতে ৩ একর পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং তদুর্ধ্ব কৃষি জমিতে চাষের জন্য এক টাকা ইউনিট দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। কৃষককে চাষের জন্য করমুক্ত ডিজেল সরবরাহ করতে হবে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

নামতে হল রাস্তাতেই

একের পাতার পর

চলেছে শাহিনবাগটা নাকি মিনি পাকিস্তান! কারণ তাঁরা এই আন্দোলনকে দাগিয়ে দিতে চান নিছক মুসলিমদের আন্দোলন বলে। কেন্দ্রীয় কিংবা বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির একের পর এক মন্ত্রী এসে প্রতিবাদীদের গুলি করে মারার হুঙ্কার দিয়েছেন। তাঁদের কথা অনুসরণ করে নাথুরাম গডসেকে জীবনের আদর্শ মানা দু'জন আরএসএস সমর্থক এসে গুলি চালিয়েও গেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এরপরেও কি মনে করতে হবে, যখন সিএএ-এনপিআর-এনআরসি-র জন্য এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের বিপন্ন বোধ করছেন, তাদের প্রতি সরকারের ন্যূনতম দায়বদ্ধতা আছে? সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে কি সরকার বিষয়টিকে দেখেছে? নাকি মুসলিম মাত্রই অনুপ্রবেশকারী, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি— এই প্রচার দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে? সরকারের মনোভাবের জন্যই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাভাষী মানুষ দিল্লিতে, বেঙ্গালুরুতে, মুম্বাইতে, ইউপিতে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। বিজেপির নেতা তথা মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয় রাজমিস্ত্রীদের চিঁড়ে খেতে দেখে তাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রী পোশাক দেখেই 'দাঙ্গাকারী' চেনার নামে মুসলিম বিদ্বেষে উস্কানি দিচ্ছেন।

নাগরিকদের প্রতি সরকারের কোনও সংবেদনশীলতা, দায়বদ্ধতা যে নেই, তা দেখেছে আসাম। ১৯ লক্ষ মানুষকে এনআরসি-র নামে চূড়ান্ত অনিশ্চিত জীবনে ঠেলে দিয়ে সরকারি কর্তারা হেসেছেন। সরকার শুধু নয়, রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারবিভাগের প্রধান পর্যন্ত আক্ষেপ করেছেন মাত্র ৯০০ লোককে ডিটেনশন ক্যাম্পে পোরা গেছে দেখে। এর মধ্যেও শাহিনবাগ আঁকড়ে ধরেছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বলিদান দেওয়া বীরদের ছবি। বলেছে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থেকে তাঁরা পিছু হঠবেন না।

আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রতিনিধিরা তাঁদের শোনাচ্ছেন, প্রতিবাদ করুন কিন্তু তা যেন কারও অসুবিধা সৃষ্টি না করে। এক সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারও ঠিক এইরকম যুক্তি দিত। যা দেখে মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন—সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়-সঙ্গত সমালোচনা— এমনকি, তীব্র ও কটু হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই, যাহাতে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়— এমনি। অর্থাৎ, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়! ঠিক এমনটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ"(সত্য ও মিথ্যা)। আজ যেন সরকার থেকে আদালত সকলেই এই কথারই প্রতিধ্বনি করতে এসেছে শাহিনবাগে। অথচ কেউই শাহিনবাগের মহিলাদের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেননি। যতদিন না তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন ততদিন সরকারের টনক নড়েনি কেন? যদিও তাঁরা এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন, শাহিনবাগ সংলগ্ন একটিমাত্র রাস্তা ধরনার জন্য কিছুটা আটকে থাকছে ঠিকই, কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে স্কুলবাস থেকে অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের ব্যবস্থা আন্দোলনকারীরাই করছেন। একই সাথে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন শাহিনবাগের চারপাশ দিয়ে আরও অনেকগুলি রাস্তা দিল্লি-নয়ডার সংযোগকারী হিসাবে কাজ করতে পারে। সেগুলি সবই আটকে রেখেছে দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের পুলিশ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২-০২-২০২০)। কারণ পুলিশ চেয়েছে শাহিনবাগের প্রতি দিল্লির মানুষের মন বিরূপ হয়ে উঠুক। যাতে কেবলমাত্র রাস্তা খোলার অজুহাতেই আন্দোলন ভাঙতে পেশিশক্তি নিয়ে লাঠি-গুলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারা।

শাহিনবাগের এই প্রসঙ্গ আজ দেশের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নিয়মবাঁধা নিশ্চিন্ততায় এতটুকু ঘাটতি পড়তে না দিয়ে দুনিয়ায় কোনও দিন কোনও দাবি কি শাসকের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছে জনগণ? যে সংবাদমাধ্যম মিছিল দেখলেই যানজটের অসুবিধার কথা তুলে সেটাকেই বড় করে দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের সাংবাদিকদেরও কি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্যামেরা রাস্তায় রেখে অবরোধ করতে কলকাতা দেখেনি? সেটাই তো প্রতিবাদের সঠিক উপায়। পাশ-ফেল চাই— এই দাবিতে স্কুলের ছাত্ররা রাস্তায় নামলে যারা মহা চিন্তিত মুখে কোর্টে দৌড়ান তাঁরাও কি অস্বীকার করতে পারবেন, এই ছাত্রসমাজই শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি প্রথমিকে ইংরেজি পড়ানো এবং পাশ-ফেল ফেরানোর কাজে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে? চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদের পাশাপাশি হাসপাতালের উপযুক্ত পরিকাঠামোর দাবিতে আউটডোর বন্ধ রেখেও গাছতলায় বসে রোগী দেখেন, প্রতিবাদের কণ্ঠ তোলেন যে ডাক্তাররা, তাঁদের দাবি আদায় যে সমাজের সকলের বাঁচার রাস্তাকে একটু সহজ করে, সে কথা কি অস্বীকার করা যায়? দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া মানুষ যখন সব স্তব্ধ করে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হন, সে কি জীবন স্তব্ধ করতে, না কি বাঁচার রাস্তা খুলতে? শাহিনবাগ তাই প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে, প্রেরণা হয়ে পথ দেখিয়েছে কলকাতা সহ সারা দেশে অসংখ্য এমন ধরনামঞ্চে বসা অগণিত মানুষকে। সেখানে কেউ তাঁরা মুসলমান, হিন্দু, শিখ কিংবা খ্রিস্টান নন— ভারতের একজন প্রতিবাদী নাগরিক হিসাবেই হাতে হাত মিলিয়েছেন।

শাহিনবাগ আজ শিক্ষা দিয়ে গেল বাঁচার রাস্তা খুলতে গেলে প্রয়োজনে রাস্তা আটকাতেও হয়, সেটাই গণতন্ত্রের পরিসর। এ অধিকার মানুষ কখনও ছেড়ে দিতে পারে না। শাসকের চাপে, কিংবা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলে রাস্তা ছাড়লে শোষণ-অত্যাচারের জগদ্দল পাথরটাকে শাসকরা আরও বেশি করে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে। তাতে সর্বনাশ জনগণের।

ভারতীয় জনগণের স্বার্থ নেই

একের পাতার পর

এরকম একজন রাষ্ট্রনেতাকে ভারতের জনসাধারণ, যাঁদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে, কেন স্বাগত জানাবে? মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভারতে আসছেন ২০৬ কোটি ডলার মূল্যের ২৪টি আধুনিক সামরিক হেলিকপ্টার বিক্রির জন্য। অন্যদিকে ভারতের মোদি সরকার আমেদাবাদে মাত্র ২ দিনের ৩ ঘণ্টার সফরের জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করার পাশাপাশি যেভাবে গুজরাটের মানুষের গরিবি চেহারা চাপা দেওয়ার জন্য বস্তিবাসীদের ঘিরে পাঁচিল তোলার ব্যবস্থা করেছে, তা বিশ্বের সামনে ভারতবাসীকে অসম্মানিত করেছে। তীব্র বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি ও আর্থিক মন্দায় বিপর্যস্ত জনগণ কি দুই নেতার বৈঠককে কেন্দ্র করে এগুলিই চেয়েছেন? আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ ও তার আগমনের পিছনে দুই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সামরিক স্বার্থ, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে যৌথ উপস্থিতি বৃদ্ধির পরিকল্পনা কাজ করছে, যা কোনওভাবেই ভারতীয় জনগণের স্বার্থের অনুকূল নয়।

এ জন্যই এই সফরের বিরুদ্ধে আমরা ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বত্র প্রতিবাদে সামিল হতে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সংগ্রামের পথে বাংলার কৃষক

একের পাতার পর

খেতমজুররাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সবচেয়ে বেশি। নানা ডকুমেন্টের বাহানা তুলে দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষকে প্রথমে অনাগরিক বানানো, পরে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং শেষে অধিকারহীন দাস শ্রমিকে পরিণত করার একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র রয়েছে এনপিআর-এনআরসি-সিএএ-র মধ্যে। একে প্রতিরোধ করতে না পারলে সবকিছু হারিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে মৃত্যুর প্রহর গুনতে হবে। তাই এ সংগ্রাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। বিজেপি সরকারের চাপিয়ে দেওয়া এই সঙ্কট ছাড়াও কৃষকরা বহু মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। দেশের কৃষকরা খাদ্য স্বয়ম্ভরতার কারিগর। অথচ তাঁদের পরিবারগুলো চরম দুর্দশায় ধুঁকছে। ঋণ-অভাব-অর্ধাহার-অপুষ্টি, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, খেতমজুরদের সারা বছর কাজ না থাকা ইত্যাদি সমস্যায় কৃষকরা জর্জরিত। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই উদাসীন।

নারায়ণগড়। পশ্চিম মেদিনীপুর

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা কেন্দ্রীয় সরকার বললেও আয় বাড়ানোর কোনও বাস্তবসম্মত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। সার-বীজ-কীটনাশক সহ নানা কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিলে উৎপাদন খরচ কিছুটা কম রাখা যেত। সরকার পুঁজিপতি শ্রেণিকে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিলেও কৃষকদের দিচ্ছে না। ফলে কৃষি উপকরণ বিপণনের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলো কৃষকদের ঠকিয়ে বিরাট মুনাফা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল পাট। এই পাট কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জে সি আই-কে বাজারে নামাচ্ছে না। ফলে মিল মালিকরা, ফড়ে-পাইকাররা কৃষকদের অভাবি বিক্রিতে বাধ্য করছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারও কৃষকদের থেকে পাট কেনার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। কৃষকরা জুট কর্পোরেশন অব বেঙ্গল (জেসিবি) গঠন করে সরকারি কৃষকের কাছ থেকে পাট কেনার দাবি জানালেও তৃণমূল সরকার তা উপেক্ষা করে চলেছে। ফলে কৃষকরা মধ্যসত্ত্বভোগীদের শোষণে জর্জরিত। এছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নানা বাধার জন্য কৃষকরা চড়া সুদে মহাজনি ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। খেতমজুরদেরও সারা বছর কাজ নেই। বছরে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যেমন অপর্যাপ্ত, তেমনি বাস্তবে কোথাওই ১০০ দিন কাজের ব্যবস্থা করতে পারেনি সরকার। কৃষিতে তিন একর পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ায় দাবি যেমন পূর্বেকার সিপিএম সরকার উপেক্ষা করে গেছে, তেমনি তৃণমূল সরকারও উপেক্ষা করে চলেছে। উপেক্ষিত করমুক্ত ডিজেলের দাবিও। ফলে সমস্যার গভীর আবর্ত থেকে বাঁচতে কৃষকরা আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

গোটা দেশে আজ এনপিআর-এনপিআর-সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার। কৃষকরাও পণ করেছে এই মৃত্যু ফাঁদ রুখতেই হবে। আওয়াজ উঠছে এনআরসি-র প্রাথমিক ধাপ এনপিআর বাতিল কর। বধির কেন্দ্রীয় সরকারকে এ কথা শোনাতেই ১-২ মার্চ হাজারে হাজারে কৃষক সামিল হচ্ছেন কিষাণ মার্চে।

কিষাণ মার্চ-এর দাবি

একের পাতার পর

- খেতমজুর সহ সসস্ত গ্রামীণ মজুরদের সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করতে হবে,
- সার-বীজ-কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সস্তা দরে চাষিদের সরবরাহ করতে হবে,
- খরা-বন্যা প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভাগচাষি ও কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রকৃত চাষের সাথে যুক্ত ভাগ/লিজ চাষিদের কেসিসি কার্ড ও ব্যাঙ্ক লোনের সুযোগ দিতে হবে,
- ষাটোর্ধ্ব সমস্ত কৃষক ও খেতমজদুদের মাসিক ৬,০০০ টাকা পেনশন দিতে হবে,
- জব কার্ড হোল্ডারদের সারা বছরের কাজ ও ন্যূনতম ৩০০ টাকা মজুরি এবং গরিব মধ্যচাষিদের জমিতে কমপক্ষে ১০০ দিন কাজ করাতে হবে।

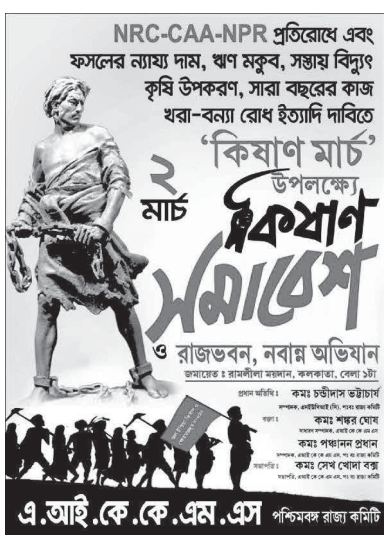

মহান স্ট্যালিনের ছবি বুকে ধরে সমাজতন্ত্র ফেরত চাইছে রাশিয়া

গণতন্ত্রের নাম করে পুঁজির শোষণ-জুলুম যত বাড়ছে, রাশিয়ার জনগণ ততই মহান স্ট্যালিন এবং সমাজতন্ত্রের স্লোগান তুলছেন। 'দি মস্কো টাইমস' পত্রিকায় গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে সমীক্ষা করে লেখা হয়েছে, রাশিয়ার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ স্ট্যালিন-শাসন সময়কে সমর্থন করছেন।

শুধু দারিদ্র, বেকারত্ব, নারীনিগ্রহ, মানবপাচার, মাদকাসক্তি, যুদ্ধাবস্থা ইত্যাদির বাড়বাড়ন্তের জন্যই নয়— স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় থাকার প্রশ্নেও বর্তমান পুঁজিবাদী রাশিয়ার একটা বড় অংশের মানুষ ফিরে পেতে চাইছেন পূর্বতন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থার পতনে উল্লসিত হয়ে বিশ্বের বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম বারবার বলতে শুরু করেছিল, সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ, মানুষের স্বাধীনতাকে স্টালিন মূল্য দেননি এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে রাশিয়া জোর করে দখলে রেখেছিল।

অথচ, রাশিয়ায় সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, রাশিয়ার যে সব মানুষজন খুশি হয়েছিলেন তাদের অনেকেই অন্তর থেকে অনুতাপ করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে (ফেব্রুয়ারি ২০২০) যাদের বয়স ৩৫-৪০ থেকে শুরু করে ৬৫-৭০ এর কমবেশি তারা বলছেন, 'এখনকার রাশিয়ায় স্বাধীনতার নামে চলছে লাগামছাড়া শোষণ। সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবাদ করার কোনও অধিকার মানুষের নেই।' অনেকেই বলছেন, 'এখনকার চেয়ে সমাজতন্ত্রে আমরা অনেক ভাল ছিলাম।' পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মানুষ বলছেন, 'সোভিয়েত থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা মহা ভুল করেছিলাম।' এ-কথাগুলি এখন প্রায়শই সংবাদপত্রের শিরোনাম হচ্ছে।

পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি সহ রাশিয়ার মানুষের এহেন মানসিকতার ক্রমবৃদ্ধির জন্য বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, পত্র-পত্রিকা নানা সময়ে নানা স্তরে জনমত সমীক্ষা করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেগুলিতে দেখা যাচ্ছে, শুধু মধ্যবয়স্ক বা প্রবীণ মানুষেরাই নন, এমনকি যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা, গবেষণা করছেন সেইসব ছাত্রছাত্রী, গবেষকদেরও একটা ভাল অংশ স্ট্যালিন এবং পূর্বতন সমাজতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কথা বলছেন। জনগণের মধ্যে এ-ধরনের মেজাজ দেখে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম বলতে শুরু করেছে, 'এ হল নস্টালজিয়া'। তারা বলছে, 'আসলে মানুষের স্বভাবই হল অতীত সম্পর্কে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া। প্রবীণরা সবসময়ই তাদের যৌবন ফিরে পেতে চায়।'

সত্যিই কি তাই? কেবলমাত্র অতীত আবেগের কারণেই কি বর্তমান রাশিয়ার প্রায় কয়েক কোটি মানুষ স্ট্যালিন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে চাইছেন? অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতোই বর্তমান রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের দুরবস্থার কিছু কিছু কথা মাঝেমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে নানা মাধ্যমে। যেমন, (১) বেকারত্ব। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা লাগাতার বাড়ছে রাশিয়ায়। তথ্য বলছে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে বেকারত্ব বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে তা হয়েছে ৪.৭ শতাংশ। সরকারি হিসাবে এখন বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন। আদতে সংখ্যাটি যে প্রায় দ্বিগুণ তা লেখাই বাহুল্য। সেখানকার সমাজতাত্ত্বিকরা বলছেন, কর্মহীনতার এই হারবৃদ্ধি সাম্প্রতিককালে সর্বোচ্চ। (ট্রেডিং ইকোনমিস্ক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

(২) দারিদ্র্য। দেশের কতিপয় ধনকুবের যখন ক্রমাগত আরও সম্পদের মালিক হচ্ছে, তখন গরিব মানুষের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। সূত্র অনুসারে, এখন রাশিয়ায় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা সরকারি হিসাবে প্রায় ২ কোটি। ২০১৯ সালে

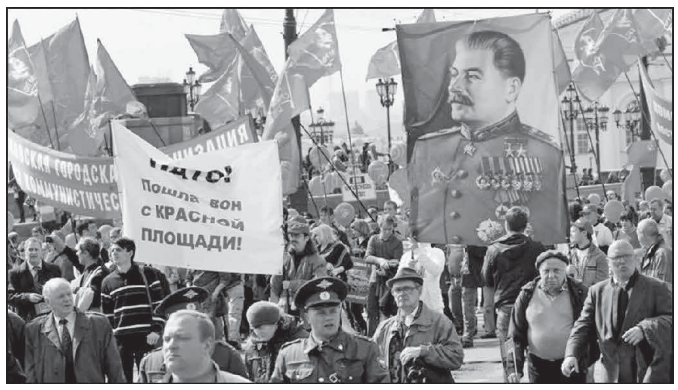

প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, এই সংখ্যাকে তিনি দ্রুত অর্ধেক করে দেবেন। অথচ দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়ছে। (বিজনেস ইনসাইডার, ১৬ এপ্রিল ২০১৯)

(৩) অনাহার মৃত্যু। সরকারি স্বাস্থ্য ও খাদ্য সরবরাহ বিভাগের গাফিলতি এবং অব্যবস্থার কারণে রাশিয়ায় প্রতিদিন গড়ে ৭০০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে। (বিজনেস ইনসাইডার, ১৬ এপ্রিল ২০১৯)।

(৪) নেশাসক্তি ও পতিতাবৃত্তি। রাশিয়ায় বিশেষত হতাশাগ্রস্ত যুবকের সংখ্যা যত বাড়ছে, নেশাসক্তিও তত বাড়ছে। জীবনযাপনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত অসহায় নারীকে শাসকেরা বাধ্য করছে পতিতাবৃত্তিতে যেতে।

এগুলি তো আছেই। এর সাথে রয়েছে স্বচ্ছ পানীয় জলের অভাব। রাশিয়ার অর্ধেকের বেশি মানুষ স্বচ্ছ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। আর, পরিবেশ দূষণ তো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অথচ, সরকার নির্বিকার এবং উদাসীন। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি তার কোনও দৃষ্টি নেই। বরং, এই চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করছে তাদের উপর নেমে আসছে বর্বর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ২০১৬ সালে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' সংস্থা তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছে, রাশিয়াতে মানবাধিকার ব্যাপারটির অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কি জনজীবনের প্রতি রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল? ছিল না। সেখানে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ অর্থেই সমাজের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হত। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বিপ্লবের পর লেনিন এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া সমস্ত দিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে উন্নীত হয়েছিল। বিশেষত, লেনিনের পর স্ট্যালিনের কাঁধে যখন সমাজতন্ত্রকে রক্ষা এবং বিকশিত করার দায়িত্ব অর্পিত হল, তখন সেভিয়েতের সামনে ছিল বিরাট বিপদ। একদিকে, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র এবং নৃশংস আক্রমণ। অন্যদিকে, সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে দেশের মধ্যে একের পর এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা। এমনকি, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ক্ষমতার লোভে নানা চক্রান্ত। এই সমস্ত কিছুকে প্রতিরোধ করে সর্বাত্মক শিল্পায়ন এবং যৌথ মালিকানাধীন উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন স্ট্যালিন। কাজটা কঠিন এই কারণে যে, এই কাজের পিছনে মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমলাতান্ত্রিক কায়দায় শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা অর্জন নয়। বরং ব্যাপক জনগণকে যুক্ত করে, তাদের সংস্কৃতি, আবেগ, মনন জগতকে পরিবর্তন করে নতুন মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে এক সুবিশাল সম্পদভাণ্ডার গড়ে তোলা। ১৯২৯ সালে আইন করে 'রাষ্ট্র ছাড়া আর কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কর্মী নিয়োগ করতে পারবে না' এই মর্মে আইন পাশ হয়। সমাজতান্ত্রিক কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র চাষিদের ছোট ছোট জোতকে যুক্ত করে এবং মেশিন-ট্রাক্টর ব্যবহার করে গড়ে উঠেছিল যৌথ খামার, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামার। কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে খোলা বাজার ব্যবস্থা বন্ধ করে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা হয়। এর ফলে দ্রুত কৃষির উন্নতি ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশের জনগণের সামগ্রিক প্রয়োজনের থেকেও অনেক বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করে খাদ্যশস্যের দাম কমিয়ে এনে প্রায় বিন্যমূল্যে তা জনতাকে দেওয়ার জায়গায় চলে আসে। সোভিয়েত রাশিয়াই বিশ্বে প্রথম যারা দেশ থেকে ক্ষুধা, অনাহার, খাদ্যে ভেজাল এসব বহুকালের সমস্যা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছিল। ব্যাপক উৎপাদন কর্মের ব্যবস্থা করে তারাই প্রথম বেকারহীন রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। পতিতাবৃত্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল তারাই। স্থাপন করেছিল নারীর যথার্থ মর্যাদার আসন। আবার, শুধু জীবনযাপনের নিরাপত্তাই নয়— শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধুলা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে তারা বিশ্বে প্রথম স্থানে চলে গিয়েছিল।

এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির কারণেই কমিউনিস্ট না হয়েও আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সহ বিশ্বের অগণিত মানবতাবাদী বিদ্বজ্জন মহান স্ট্যালিন এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। সারা বিশ্ব সহ আমেরিকা, ইউরোপের বহু লেখক, সাংবাদিক স্ট্যালিনের রাশিয়ায় গিয়েছেন, ঘুরেছেন, থেকেছেন। তাঁরা তাঁদের মতন করে কথা বলেছেন নানা স্তরের মানুষের সাথে। সেসব নিয়ে লিখেছেন, বই প্রকাশ করেছেন। যেগুলিতে সোভিয়েত সমাজ এবং স্ট্যালিন সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। সেগুলি আজ যারা পড়ছে, তারা বুঝতে পারছে সোভিয়েতের মহত্ত্ব। এক সাংবাদিক এক চাষিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার যে ৩ বিঘা জমি ছিল, তা তো বলশেভিকরা জোর করে নিয়ে নিয়েছে। আপনার এখন কী অবস্থা?' চাষিটি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওঁরা কেড়ে নেননি। আমি তো প্রথমে যৌথ খামারে জমি দিইনি। পরে দেখলাম ওখানে দারুণ কাজ হচ্ছে। তখন ভাবলাম, আমার জমি ওখানে দিলে মন্দ হয় না। তাই দিয়ে দিলাম।' সাংবাদিক বললেন, 'তার পর?' চাষিটি হাসিমুখে বললেন, 'তার পর আর কী! দিলাম ৩ বিঘা, বিনিময়ে পেলাম গোটা রাশিয়া।' এই ছিল সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই লালফৌজের পাশাপাশি গোটা দেশ লড়েছিল নৃশংস হিটলারের বিরুদ্ধে। সারা বিশ্বকে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিল তারা।

প্রশ্ন উঠতে পারে স্বাধীনতার। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই বর্তমান পুঁজিবাদী রাশিয়ার জনগণও এখন বেশ বুঝতে পারছে, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি ছাড়া আর কোনও কিছুর স্বাধীনতা নেই। অথচ এই কথাটা মহান মার্কস বলে গেছেন কত বছর আগে। রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ নির্মম শোষণ-জুলুমের সামনে পড়ে স্বাধীনতার কথা প্রায় ভুলতে বসেছেন। মানবাধিকার বলে কোনও কিছু প্রায় নেই-ই। আর, কমিউনিস্ট না হয়েও বিশ্বখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ' বলেছিলেন, 'যদি স্বাধীনতা পেতে চাও, তবে সোভিয়ে রাশিয়ায় যাও। ওখানে স্ট্যালিন এখনও বেঁচে আছেন।' তাই বর্তমান রাশিয়ার শোষণ-জর্জরিত মানুষ, প্রবীণ হোক বা শিক্ষিত নবীন, সভা-সমিতিতে সমাজতন্ত্রের কথা তুলছেন। মহান স্ট্যালিনের ছবি বুকে ধরে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে হাঁটছেন। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মানুষও একই স্লোগান তুলছেন। একে কি নস্টালজিয়া বলে চাপা দেওয়া যাবে? যাবে না। ইতিহাসের শিক্ষা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কিছু কালের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু মানুষ শেষপর্যন্ত প্রগতির পথেই হাঁটবে। সেই শিক্ষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষেও এসইউসিআই (সি) দলের পক্ষ থেকে মহান স্ট্যালিনের জীবনসংগ্রামের সৃজনশীল চর্চা অব্যহত রয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প গো ব্যাক
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরাম

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার যেভাবে মহা সমারোহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন করেছে, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি মানিক মুখার্জী তার তীব্র নিন্দা করেছেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দরিদ্র দেশগুলির সম্পদ এবং শ্রমশক্তিকে লুঠ এবং চরম আগ্রাসন চালানোর মতো জঘন্য অপরাধে অপরাধী। প্রতিরোধে অক্ষম দেশগুলিতে তারা মারাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে শিশু-নারী সহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করছে। জাতি দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মদত দিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদীরা অসংখ্য মানুষের ভয়াবহ মৃত্যু ডেকে এনেছে। তাদের লুঠের কারবারের বিরোধিতা করলেই দেশে দেশে শাসক পরিবর্তনের চক্রান্ত করে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। ট্রাম্প হলেন যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রতিনিধি। তিনি শরণার্থীবিরোধী, উগ্রজাতীয়তাবাদী নীতির সক্রিয় প্রবক্তা। লাম্পট্য এবং অনৈতিক কার্যকলাপে তিনি অভিযুক্ত। ট্রাম্পের মতো একজন ঘৃণ্য মানুষের পায়ে মাথা ঠুকে মোদি সরকার মার্কিন এবং ভারতীয় পুঁজিপতিদের জন্য ভারতীয় জনগণকে লুঠের রাস্তা করে দিতে চাইছে। ভারতের জনগণের কাছে এ চরম অপমান। এআইএআইএফ দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে সরকারের এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করুন। আওয়াজ তুলুন 'ট্রাম্প তুমি ফিরে যাও'।

৩ মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ মূল্যে ছাড়
আদতে পর্বতের মূষিক প্রসব

গরিব মানুষদের ৩ মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী ১০ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে জানান,

সরকারের এই ঘোষণা অতি সামান্য হলেও বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দীর্ঘদিনের আন্দোলনেরই ফল। কিন্তু কয়লার ৪০ শতাংশ দাম কমা, জিএসটিতে ৭ শতাংশ ট্যাক্স কমা, এটিসি লস ২ শতাংশ কমা এবং বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলিকে দেওয়া নিজস্ব কয়লাখনির কয়লা ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো বাস্তবে সম্ভব। সেই অর্থে সরকারি ঘোষণা পর্বতের মূষিক প্রসব। এই ঘোষণায় সিইএসসি এলাকার গরিব মানুষের কোনও উপকার হচ্ছে না। ফলে সিইএসসি-র বিদ্যুৎ গ্রাহকরা পুনরায় প্রতারিত হলেন। যেখানে দিল্লি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারগুলি সমস্ত গ্রাহকদের মাসে কোথাও ২০০ ইউনিট কোথাও বা ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ দিচ্ছে বিনামূল্যে, কৃষিবিদ্যুৎ কোথাও বা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোথাও বা সস্তায় দেওয়া চলছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রত্যাশা ছিল অন্তত ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হবে।

আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন

৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে। আশা কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ফরম্যাট বাতিল, ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা, দিশা ডিউটি বাতিল, বোনাস, পেনশন, পি এফ, সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি দাবি সংবলিত মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনায় বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। সভায় এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। কমরেড ইসমত আরা খাতুনকে সম্পাদক ও কমরেড কৃষ্ণা প্রধানকে সভাপতি করে ৯৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান

১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে সারাদিনব্যাপী শিক্ষকদের গণঅবস্থান হয় এবং চেয়ারম্যান ও ডিআই-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগ সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিশু শ্রেণির জন্য পাঠ্য বই, কেন্দ্রীয় হারে ডি এ প্রদান, প্রাথমিকে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, পে-কমিশনের বঞ্চনার প্রতিবাদ সহ ২০ দফা দাবিতে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, শিক্ষক নেতা অমল কুমার ব্যানার্জী, জেলা সম্পাদক সতীশ সাউ, সভাপতি গোকুল মুড়া, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মেঘনাথ খামরুই প্রমুখ। অবস্থান মঞ্চ থেকে ৩ মার্চ উত্তরকন্যা ও ৪ মার্চ নবান্ন অভিযানে সর্বস্তরে শিক্ষকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির ডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির পক্ষ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যুবশ্রী ভাতা পুনরায় চালু করার বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই বিষয়টি যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা হয় তার জন্য বিশেষভাবে মন্ত্রীর কাছে দাবি করা হয়েছে এবং উনি সেটি খুব শীঘ্রই করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

উপস্থিত ছিলেন কমিটির উপদেষ্টা আইনজীবী সোমনাথ ব্যানার্জী, সভাপতি নির্মল মাঝি, যুগ্ম সম্পাদক চন্দ্রকান্ত কুইল্যা, সহ সম্পাদক তজিবুল হক, অফিস সম্পাদক প্রণয় রায় প্রমুখ।

বালুরঘাটে নাগরিক কনভেনশন

১৬ ফেব্রুয়ারি এনআরসি-সিএএ-এনপিআরের বিরুদ্ধে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরে বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতিতে জেলা নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বক্তব্য রাখেন এবং এই আইনগুলির বিপদ বিস্তারিত আলোচনা করেন। সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী কমিটির বকুল খন্দকার ছোট ছোট আঞ্চলিক কমিটি গড়ে এই আন্দোলনকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রণবেশ চৌধুরীকে সভাপতি ও নন্দা সাহাকে সম্পাদক করে কমিটি তৈরি হয়।

ইটাহারে এনআরসি বিরোধী সমাবেশ

২০ ফেব্রুয়ারি এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের গোড়াহাটে। বক্তব্য রাখেন সনাতন দত্ত, তপন দাস, বিপ্লব কর্মকার, সুব্রত বিশ্বাস, জাহাঙ্গির আলম, আবুল কাশিম প্রমুখ।

পশ্চিম মেদিনীপুরে এনআরসি বিরোধী কনভেনশন

বিদ্যাসাগর হল, মেদিনীপুর। ১৫ ফেব্রুয়ারি

এনআরসির বিরুদ্ধে বাঁকুড়ায় আইনজীবীদের সভা

১৫ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া শহরের ডিওসি হলে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে সিএএ,এনপিআর, এনআরসির বিরুদ্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। বাঁকুড়া কোর্টের তরুণ আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাস, শৌভিক বিশ্বাস এবং আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা রূপম চৌধুরি বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি ছিলেন সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী।

দুর্গাপুরে এনআরসি বিরোধী কনভেনশন

দুর্গাপুরে সিএএ, এনপিআর, এনআরসি বাতিলের দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে এক মহতি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও সুমনা গোস্বামী ও মেহেদী হাসানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ছেষট্টি জনের কমিটি গঠন করা হয়।

সিউড়িতে নাগরিক কনভেনশন

২২ ফেব্রুয়ারি সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল।

মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষক কার্তিক হাজরা। সিউড়ি কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট, অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক, শিল্পী, কবি, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র-যুব-মহিলা সহ প্রায় দুইশত মানুষ বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কনভেনশনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী বংশীধর দাস। বক্তারা পাড়ায় পাড়ায় এনআরসি বিরোধী কমিটি গঠন করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। খ্যাতনামা আইনজীবী মহম্মদ মনির হোসেনকে সভাপতি, স্বপন রুজ ও নিতাই অঙ্কুরকে যুগ্মসম্পাদক এবং যূথিকা ধীবরকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে
দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের ডাক

শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের ২১তম সর্বভারতীয় সম্মেলন প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হল ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের কয়লা শহর নামে খ্যাত ধানবাদে। প্রথম দিন নেহেরু ময়দান থেকে অগণিত লাল পতাকা ব্যানার ফেস্টুনে সুসজ্জিত ২২টি রাজ্য থেকে আসা প্রায় ১৫০০ প্রতিনিধি সহ পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমিক-কর্মচারীর এক দৃপ্ত মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে কোহিনুর ময়দানে পৌঁছালে সম্মেলনের প্রকাশ্য সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। শুরুতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আর তিওয়ারি আবেগমথিত কণ্ঠে বলেন, আমরা ধানবাদবাসী হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর এমন সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল দৃপ্ত মিছিল দেখে অভিভূত।

প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

প্রকাশ্য সভায় বাংলাদেশ থেকে আগত ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন 'বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন'-এর নেতা কমরেড জহিরুল ইসলাম এবং কমরেড মাসুদ রেজা বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা শুরুতে সম্মেলনে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ধানবাদবাসীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, একদিকে চলছে ব্যাপক

লাল পতাকা নিয়ে সম্মেলনে চলেছেন শ্রমিকরা

ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, অন্য দিকে দেশে কোটি কোটি বেকার। তিনি কর্মক্ষম প্রতিটি মানুষের কাজের দাবিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আপনাদের উপর শাসক শ্রেণি যে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার বিরুদ্ধে আপনারা যাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে না পারেন তার জন্য এনআরসি-সিএএ-এনপিআরের নামে আপনাদের বিভক্ত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এই আক্রমণ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সত্যবান ও কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এবং এস ইউ সি আই (সি)-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি।

ওই দিন সন্ধ্যায় শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সভা পরিচালনার জন্য কমরেডস সত্যবান, অচিন্ত্য সিনহা, দিলীপ ভট্টাচার্য ও রমেশ পরাশরকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। কিউবা, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান ও নেপালের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়। খসড়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টের উপর প্রতিনিধিরা বিস্তৃত আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ডব্লুএফটিইউ-র ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এবং এআইটিইউসি, সিটু, এআইসিসিটিইউ ও ইউটিইউসি-র নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে সাম্প্রদায়িকতা, এনআরসি-সিএএ-এনপিআর এবং মহিলাদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সহ বিদ্যুৎ, ইস্পাত, ব্যাঙ্ক শিল্প এবং রেল কর্মচারীদের উপর সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি সহ ২০ দফা দাবি সনদ নিয়ে প্রস্তাবের উপর আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। তৃতীয় দিনে সমাপ্তি অধিবেশনে সংগঠনের নতুন সর্বভারতীয় কমিটি ও জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে কমরেড শঙ্কর সাহা ও শঙ্কর দাশগুপ্ত নির্বাচিত হন।

সমাপ্তি অধিবেশনে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি উপস্থিত শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই মহান লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আবির্ভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান নেতা স্ট্যালিন ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানের ফলে সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার ফলে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনেরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। বহু অধিকার অর্জিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে রাশিয়ার পতনের পর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অবর্তমানে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণি ও শোষিত জনগণের উপর মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। পুঁজিবাদ আজ ক্ষয়িষ্ণু। সংকট জর্জরিত। তীব্র বাজার সংকট। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষিত। পুঁজিবাদ জানে, মানুষ এর বিরুদ্ধে যে কোনও সময় আন্দোলনে ফেটে পড়তে পারে। তাই ভারতের শাসক শ্রেণি পরিকল্পিত ভাবে মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন না করতে পারে তার জন্য মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, নীতিনৈতিকতা সবই শেষ করে দিচ্ছে। ধর্মের নামে, জাতপাত-আঞ্চলিকতা-সংকীর্ণতা দিয়ে, নাগরিকত্বের নামে জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, এনআরসি-সিএএ-এনপিআর-এর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা সিপিআই, সিপিএম প্রভৃতি দলগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, আসুন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা কেউই এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। এই দলগুলি সংসদীয় রাজনীতির চর্চা করতে করতে এই পরিস্থিতিতেও কিছু আসন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কংগ্রেসের মতো বুর্জোয়া দলের সাথে হাত মেলাচ্ছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে চাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ব্যাপক চর্চা। চাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক অংশগ্রহণ। আপনাদের মধ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মী চাই, সংগঠক চাই, নেতা চাই। যাঁরা এগিয়ে আসছেন, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাড়ির লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরা, তাঁদের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিবোধের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। ডি-ক্লাসড হতে হবে। শ্রমিকদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজ নিজ ক্ষেত্রের বাইরে যেতে হবে। আমার ক্ষেত্র, আমার শিল্প, আমার ক্ষেত্রের ইউনিয়ন, কেবল এরকম ভাবলে চলবে না। অন্য ক্ষেত্রের, অন্য শিল্পের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে হবে। শ্রমিক শ্রেণিকে জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ-আঞ্চলিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। এ সবের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সমাজের অন্যান্য মানুষের, কৃষকদের, ছাত্রদের, মহিলাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে হবে। শুধুমাত্র আর্থিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন নয়, সামাজিক আন্দোলনেও এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকদের আর্থিক দাবিদাওয়া কিংবা ভোটের রাজনীতিতে ফাঁসিয়ে রাখতে চায়। এর হাত থেকে মুক্ত হয়ে এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনেও শ্রমিকশ্রেণিকে এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য চাই আদর্শগত চর্চা।

তিনি সংগঠনের কর্মী-সংগঠকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা স্বেচ্ছায় কোনও স্বার্থ ছাড়াই এই সংগ্রামে যুক্ত হয়েছেন। আপনাদের বস্তিতে বস্তিতে যেতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখের শরিক হতে হবে। তাদের সংগঠিত করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। এর জন্য নিজেদের উদ্যোগ বাড়ান, কমিটির কার্যক্রম শক্তিশালী করুন। আরাম-আয়েস ত্যাগ করুন। শরীরচর্চা করুন। আদর্শগত মান বাড়ান। পত্র-পত্রিকা, বইপত্র পড়ুন। ঘরে ঘরে যান, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা কর্মসূচি নিন। সকলের কাছ থেকে শিখুন, তাদের সংগঠিত করুন। কমরেড মাও সে তুঙ বলেছেন, ভাল শিক্ষক হতে চাইলে ভাল ছাত্র হতে হবে। বিপ্লবী সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করুন— উন্নত চরিত্রের অধিকারী হোন। আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

বলিভিয়ায় আসন্ন নির্বাচনে কলকাঠি নাড়ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

বলিভিয়ার মানুষকে আবার একটা নির্বাচনের দিকে ঠেলে দেওয়া হল। নির্বাচন হবে ৩ মে। গত অক্টোবরেই ভোট হয়েছিল বলিভিয়ায়। দেশের মানুষ প্রেসিডেন্ট হিসাবে আরও একবার বেছে নিয়েছিলেন জনজাতি গোষ্ঠী থেকে উঠে আসা ইভো মোরালেসকে। কিন্তু ঠিক এক মাস পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সামরিক বাহিনী পদচ্যুত করে তাঁকে। মোরালেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়। যদিও সে অভিযোগের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ অভিযোগকারী 'অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস' দিতে পারেনি। অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন দক্ষিণপন্থী জেনাইন আনেজ, জনজাতিভুক্ত মানুষের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দাসূচক মন্তব্যের জন্য যিনি আগে থেকেই কুখ্যাত।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রেসিডেন্ট মোরালেস তাঁর ১৪ বছরের শাসনকালে বেশ কিছু জনমুখী নীতি নিয়ে চলেছেন। তাঁর আমলে বলিভিয়ার দরিদ্র সাধারণ মানুষ, বিশেষত জনজাতিভুক্ত মানুষের জীবনযাত্রার মানের যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে। দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই বাধা হঠাতেই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্যাঙাৎ বলিভিয়ার দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিরা। প্রেসিডেন্ট মোরালেস এখন আর্জেন্টিনায় রয়েছেন। তাঁর দল 'মুভমেন্ট ফর সোস্যালিজম' আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী দিয়েছে।

কিন্তু ভোটের প্রচার চালাতে গিয়ে প্রবল বাধার সামনে পড়তে হচ্ছে মোরালেসের দলের কর্মীদের। পুলিশ দিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার করানো হচ্ছে, কর্মীদের ওপর হামলা চলছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কর্মীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও সন্ত্রাস ছড়ানোর মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এমনকী সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি অগ্রাহ্য করে রেডিওতে দলের প্রার্থীদের প্রচার পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। বলিভিয়ায় জনজাতি মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এঁদের অধিকাংশই প্রেসিডেন্ট মোরালেস ও তাঁর দলের সমর্থক। দেখা যাচ্ছে, বেছে বেছে এই মানুষগুলির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে আনেজের অনুগামী দক্ষিণপন্থী দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মোরালেস। বলিভিয়ার পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ দূত দিয়েগো গার্সিয়া-সায়ান বলিভিয়ায় বেআইনিভাবে আটক করা মানুষের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

নতুন শিক্ষা

শোষণ-অত্যাচারে পিছু হটতে হটতে যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন মানুষ কী ভাবে রাস্তায় নামে তার নমুনা এত কাছ থেকে কখনও দেখিনি। দেখলাম, পার্ক সার্কাসের সিএএ-এনআরসি-এনপিআর বিরোধী অবস্থানে গিয়ে। অসংখ্য মুসলিম মহিলা যাঁরা খুব বেশি বেরোন না, তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়ে, ছোট বাচ্চা সবাইকে নিয়ে এসেছেন রাস্তায়। খুব কম শিক্ষিত বা প্রায় অশিক্ষিত মহিলারা এত সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে কথা বলছেন যে বোঝা যায় সমস্যাটা তাঁরা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝছেন। সমাজে মেয়েরা বিভিন্নভাবে যে বাধা-নিষেধের মধ্য দিয়ে যান, এই আন্দোলনের ময়দানে এসে তাঁরা যেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যও উদ্দীপিত হচ্ছেন। বাড়ির কঠোর অনুশাসনও এ সময় অনেকটাই শিথিল হয়েছে। খুব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এই আন্দোলনে স্লোগান দিচ্ছে, এইট-নাইনের ছাত্রছাত্রীরা এনআরসি-র বিরুদ্ধে খুব সুন্দর বক্তৃতা দিচ্ছে। এই আন্দোলন সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। যে মসজিদে মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, সেখানে মহিলাদের নমাজ পড়ার অধিকার দিয়েছে মুসলিম সমাজ।

মুসলিম মহিলারা বাড়ির বাইরে রাত কাটাবে এটা অকল্পনীয় ছিল, দিনের পর দিন এখন তাই হচ্ছে। নাগরিকত্বের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ধনী-দরিদ্র একাকার হয়ে গেছে। এই সমাজের অন্যতম প্রধান বিভেদ অর্থনৈতিক বৈষম্যকে হারিয়ে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে তাঁরা এক হয়ে গেছেন। অনেক উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলারাও প্রতিদিন অবস্থানে এসে বসছেন। এসেছেন হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ সহ নানা অংশের মানুষও।

রায়গঞ্জের একটি ছেলে কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়ে। সে একদিন ময়দান থেকে তার মাকে ভিডিও কল করে আন্দোলনের ছবি, জনতার ভিড় দেখায়। তার মা তাকে বলেন, এত মানুষ সারাদিন তো থাকেন, রাতেও কি থাকেন? ছেলে জানায় রাতেও থাকেন। মা জানতে চান, ছেলেও কি রাতে ময়দানে থাকে? ছেলে তার উত্তরে না বলে। তখন তার মা বলেন, এত মহিলা— এঁরা যদি রাতে থাকেন, ছেলেটিরও থাকা উচিত। তিনি ছেলেকে রাতে ওখানে থাকতে বলেন। তারপর থেকে ছেলেটি প্রায় প্রতিদিনই রাতে থাকে।

'আন্দোলন মানুষকে চরিত্র দেয়'— এই কথাটা এতদিন বইতে পড়েছি। চোখের সামনে দেখলাম এবং উপলব্ধি করলাম এই প্রথমবার। মোট পাঁচদিন আমি রাতে থেকেছি পার্কসার্কাস ময়দানে। অনেক মহিলা রাতে থাকেন। অনেক ছাত্র-যুবকও রাতে থাকেন। কিন্তু সম্পর্কগুলো এত সুন্দর, এত নির্মল, এত স্বচ্ছ যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, আমরা এই সমাজের বাইরে অন্য কোনও এক উন্নত সমাজে অবস্থান করছি। মনে হচ্ছে, এক পরিবারের ভাই-বোন, মা এদের নিয়ে রাতে আছি আমরা। এই আন্দোলনের ময়দানে না এলে হয়ত এই অভিজ্ঞতা অধরাই থাকত।

ব্রততী মাইতি, কলকাতা-৪৮

সার্থক শ্রদ্ধা

গণদাবী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে কর্মময় জীবনের বর্ণনাটি একটি মূল্যবান গবেষণাপত্রের দাবি রাখে। বিশেষত শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ রচনাটিকে বিশিষ্ট করেছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেই যুগের থেকে অনেক এগিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক বাঙালি। রচনাটিতে বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে আলোচনা করে লেখক সার্থক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রচনাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে মানুষের হাতে পৌঁছনোর ব্যবস্থা হোক, এই আমার অনুরোধ।

রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা- ৭০০০৯১

উন্নয়নের 'গুজরাট মডেল' চাপা দিতে হচ্ছে পাঁচিল তুলে

ঝুপড়িতে বসে ছোট একটি মেয়ে দেখছে কী সুন্দর দেওয়াল উঠছে। উৎসাহী মেয়ে মাকে বলছে— 'দেখ মা, আমাদের নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে।' সন্তানকে বুকে আঁকড়ে মা বলছেন, 'ঘর নয়, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে আমাদের ঝুপড়ি'।

বাস্তবে গরিবির হাড়-পাঁজরা আড়াল করার চেষ্টা শাসক দলগুলি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বারবার করেছে। এবারে দেখা গেল মোদির রাজ্য গুজরাটে। সারা দেশে উন্নয়নের 'গুজরাট মডেল' দেখিয়েছিল বিজেপি সরকার। সেখানে নাকি দারিদ্র নেই, বেকারি নেই, গৃহহীন মানুষ নেই, সেখানে নাকি শিল্পায়নের রথ এমন ছোটে যে, সব অভাব মুখ লুকোয়! সেই 'গুজরাট মডেল'-এর স্বরূপ এমনই যে দারিদ্রের দগদগে ঘা ঢাকা দিতে আজ সেখানে পাঁচিল তুলতে হচ্ছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারকে।

২৪ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন বিশ্বের স্বঘোষিত প্রভু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে খুশি করে আরও বেশি মারণাস্ত্র বানানোর অর্ডার জোগাড় করা দরকার। তাতে ভারতীয় ধনকুবেররা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠবেন। সেখানে বস্তির কদর্য চেহারা, পূতিগন্ধময় রাস্তা, হাড় জিরজিরে শিশুর দল নিতান্ত বেমানান। তাই আহমেদাবাদের ওই বস্তি ৪০০ মিটার লম্বা এবং সাত ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘিরে দিচ্ছে প্রশাসন। যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ শেষ করতে কমপক্ষে দেড়শো কর্মী দিনরাত কাজ করছেন। গুজরাটের বিজেপি সরকার এই বাবদ মোট ব্যয় করেছে ১২০ কোটি টাকারও বেশি। যে রাস্তা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের গাড়ি যাবে, সেই রাস্তাকে শুধু ঝাঁ চকচকে করতে ৮০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছে সরকার। বিপুল ব্যয়ে চলছে রাস্তার দু'পাশ সৌন্দর্যায়নের কাজ। আগরা, মথুরা ও বৃন্দাবনের মোট তিন হাজার শিল্পী সৌন্দর্যায়নের কাজ করছেন (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা,২০ ফেব্রুয়ারি)।

আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে নামার পরে মোতেরা স্টেডিয়ামে 'নমস্তে ট্রাম্প' নামে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। ট্রাম্পের কনভয় যে পথ দিয়ে যাবে সেখানে বস্তি ও ঝুপড়ির জন্য যাতে দৃশ্যদূষণ না ঘটে, সেজন্য পাঁচিল দিয়ে ঘিরেই প্রশাসন নিশ্চেষ্ট থাকেনি। এর মধ্যে ৪৫টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বস্তিতে প্রায় ২০০০ মানুষের বসবাস, যাদের অনেকেই তথাকথিত পুঁজিবাদী উন্নয়নে উচ্ছেদ হয়ে এখানে রয়েছেন। এঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, এঁদের অনেকে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে শহরে কাজ করেন। এঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে আবারও উচ্ছেদের মুখে। সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ। রোজগার হারিয়ে তারা এখন পথে বসেছেন।

স্টেডিয়াম উদ্বোধনের জন্য মাত্র তিন ঘণ্টা আহমেদাবাদে কাটাবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওই সময়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য বিপুল ব্যয় করে ১২ হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন রাখা হচ্ছে। এরপর তিনি যাবেন আগরায় তাজমহল পরিদর্শনে। সেজন্য দুর্গন্ধ চাপা দিতে যমুনা নদীর তিনটি লকগেট থেকে এক সপ্তাহে অতিরিক্ত ১৭০ লক্ষ লিটার জল (স্বাভাবিকের দ্বিগুণ) ছেড়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার (দ্য টেলিগ্রাফ, ২১ ফেব্রুয়ারি)। আগরা এয়ারপোর্ট থেকে তাজমহল যাওয়ার রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। তাজমহলের আশপাশে থাকা দোকানগুলিকে ইতিমধ্যেই সরকার নির্ধারিত সাইনবোর্ড ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

২০১৭ সালে ট্রাম্প-কন্যা ইভাঙ্কার সফরের আগে রাতারাতি হায়দরাবাদ শহরের রাস্তাঘাট থেকে সমস্ত ভিখারিদের উচ্ছেদ করেছিল তেলেঙ্গানার তৎকালীন কে চন্দ্রশেখর রাও সরকার। ২০১৪ সালে চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং এবং ২০১৭-এ জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে যখন গুজরাত গিয়েছিলেন, তখনও একই কৌশলে দেশের গরিবি আড়ালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বস্তি আড়ালের এত চেষ্টা সত্ত্বেও গরিবি কি আড়াল করা যাচ্ছে? সরকারি হিসাবেই ভারতের জনসংখ্যার ২১.৯ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। বিশ্বের ১১৭টি দেশের মধ্যে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১০২। ৩৬ কোটিরও বেশি ভারতীয় এখনও পর্যন্ত দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে পারেন না (তথ্যসূত্র ঃ দ্য অক্সফোর্ড প্রভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ)। যত দিন যাচ্ছে ধনী-দরিদ্রে আয়ের বৈষম্য ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে। ট্রাম্প সাহেবকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে হয়ত নরেন্দ্র মোদিরা নতুন কোনও 'স্বপ্ন দেখানো'র স্লোগান তৈরি করবেন। কিন্তু তাঁদের নীতি অর্থাৎ দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের স্বার্থে চলা নীতিই যে এই অতল দারিদ্রের কারণ, তাকে আড়াল করবেন কী দিয়ে?

বলিভিয়ায় আসন্ন নির্বাচন

পাঁচের পাতার পর

সংখ্যা বাড়ছে বলে টুইটে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারেননি।

এ সমস্ত কিছুর পিছনে কলকাঠি নাড়ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট মোরালেস মার্কিন সরকারের পেটোয়া সংস্থা 'ইউএসএইড'-কে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী এই সংস্থার ভূমিকা অনেকেরই জানা। এর কাজ হল উন্নয়নের নাম করে দেশে দেশে ঢুকে পড়া এবং তারপর সেখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বানিয়ে নানা ভাবে তাদের সাহায্য দিয়ে দেশের নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো এবং সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার বসিয়ে দেওয়া। দেশ থেকে বের করে দেওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট মোরালেসও একই অভিযোগ তুলেছিলেন ইউএসএইড-এর বিরুদ্ধে। বলেছিলেন, এই সংস্থা তাঁর সরকারকে নড়বড়ে করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। এরও আগে মোরালেস সেখানকার নির্বাচনী এজেন্সি 'টিএসই'-র বড়কর্তা সালভাদর রোমেরোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ২০০৮-এ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁর কার্যকাল যেন আর বাড়ানো না হয়। পদ খোয়ানোয় ক্ষুব্ধ রোমেরো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কিছু করতে বলেন। মার্কিন কর্তারা রোমেরোর দায়িত্ব নিয়ে নেন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে দেশে দেশে গণতন্ত্র রক্ষার স্বঘোষিত রক্ষক হিসাবে ঢাক পিটিয়ে যে সব সংস্থা নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করে চলেছে, তেমনই একটি সংস্থা 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট'-এ তাঁর কাজের ব্যবস্থা করে দেন।

নভেম্বরে বলিভিয়ায় অভ্যুত্থানের পরে পরেই অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আনেজ সেই রোমেরোকে দেশে ফিরিয়ে এনে আবার নির্বাচনে খবরদারি করার কাজে বহাল করেন। এই পথে বলিভিয়ায় আসন্ন নির্বাচনের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে নিজেদের লোক নিয়োগ করতে পেরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বেজায় খুশি। এর উপর আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাচনের জমি তৈরি করতে ইউএসএইড-কেও বলিভিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইউএসএইড বলিভিয়ায় পৌঁছবার ঠিক দশ দিন পরে ট্রাম্প সাহেবের আইনি পরামর্শদাতা মরিসিও ক্লাভার-ক্যারোনে বলিভিয়ায় উপস্থিত হয়ে সংবাদমাধ্যমে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার দেন এবং মন্তব্য করেন, দেশে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোরালেস। এইভাবে ছলে বলে কৌশলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলিভিয়ার নির্বাচনী কার্যকলাপে নানা ভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

একদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের ফ্যাসিস্টসুলভ দমন-পীড়ন, পাশাপাশি পেটোয়া লোক বসিয়ে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা, সর্বোপরি দেশের মাটিতে কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ইউএসএইড-এর উপস্থিতি— সব মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচন প্রেসিডেন্ট মোরালেসের দলের কর্মীদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে। বলিভিয়ার মানুষের সমর্থনে লড়াইয়ের ময়দানে দৃঢ়তার সঙ্গে এসব কিছুরই মোকাবিলা করতে তৈরি এমএএস-এর কর্মী-সমর্থকরা।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(৩১)

আমূল শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেওয়ার পর বিদ্যাসাগরের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। দেশীয় সমৃদ্ধ

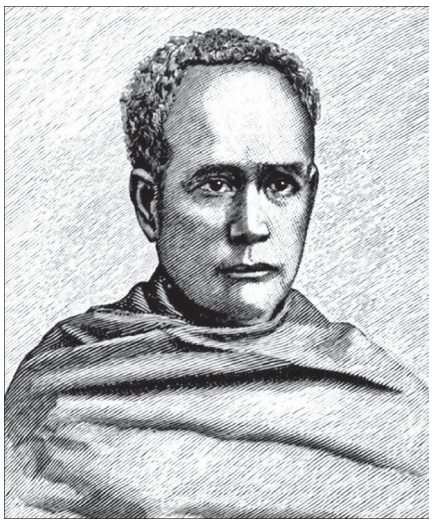

ঐতিহ্যের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে যাতে সেই ভাষা বিদেশি জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সমস্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবের প্রকৃত বাহন হয়ে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। একদিন এই ভাষার উপর নতুন যুগের বাংলা সাহিত্য তার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

এই স্বপ্নকে সফল করার কাজে সংস্কৃত কলেজকেই তিনি তার উপযুক্ত মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল সরকারের কাছে যে শিক্ষা পরিকল্পনাটি তিনি রেখেছিলেন তা, 'নোটস অন স্যান্সক্রিট কলেজ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেটি পড়লে তাঁর শিক্ষাদর্শের সামগ্রিক রূপটির একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনার যে খসড়াটি পাওয়া যায় আমরা এখানে তা প্রকাশ করলাম।

১। বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজিভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও, পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনও ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তা হলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬। পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে?

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁদের দু'একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু'একটি অধ্যায়।

৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিত দৃঢ় হবে।

১০। স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে, মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা— দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১। বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিতবিজ্ঞানের পক্ষে এই দু'খানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দু'খানি রচিত— প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে— যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশি সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দু'খানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোনও সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রম অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২। সেইজন্য সংস্কৃতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩। এ থেকে এ কথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজির মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪। হিন্দু-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে— ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ওই একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসব-পার্বণ এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কি না, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬। এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এ দেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কীভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছে এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।

১৭। এই শিক্ষার আর একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (টেকনিক্যাল ওয়ার্ড) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮। এ সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এইগুলি পড়ে তা হলেই যথেষ্ট হবে ঃ ন্যায়দর্শন— গৌতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি, বৈশেষিক দর্শন— কণাদের সূত্র, সাংখ্যদর্শন— কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী, পতঞ্জলদর্শন— পতঞ্জলের সূত্র, বেদান্তদর্শন— বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, মীমাংসাদর্শন— জৈমিনীর সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণিতে পড়বার সময় তিনভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজির জন্য দেওয়া উচিত। অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন শ্রেণিতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজি। অর্থাৎ তিনভাগের দু'ভাগ সময় ইংরেজি বিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২০। বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্য, অলঙ্কার, গণিত, স্মৃতি, দর্শন ও সংস্কৃত গদ্যরচনা— এই বিষয়গুলি আছে। এইগুলি এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে ঃ সাহিত্য ও অলঙ্কার যেমন আছে তেমনি থাকবে। সংস্কৃত-গণিত ও সংস্কৃত গদ্যরচনা বাদ দিতে হবে এবং তার বদলে ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজিতে পড়াতে হবে এবং সেইটাই হবে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার বিষয়। দর্শন শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রও বৃত্তি পরীক্ষার বিষয় হবে এবং প্রতি বছরে একটি করে বিষয় নির্বাচন করা হবে।

২১। দু'জন শিক্ষক নিয়ে বর্তমানে যে ইংরেজি বিভাগ আছে, তা দিয়ে এই ধরনের শিক্ষা সংস্কার করা অসম্ভব। তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষকরা গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোনও কাজ হবে না। তাঁদের যদি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বদলি করে দেওয়া যায়, তা হলে ভাল হয়।

২২। এই বিভাগটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করতে হবে, চারজন শিক্ষক নিয়ে, যথাক্রমে ১০০ টাকা, ৯০ টাকা, ৬০ টাকা, ৫০ টাকা বেতনে। এই বেতন দিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করতে হলে ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসে ৩০০ টাকা খরচ করা প্রয়োজন।

২৩। সংস্কৃত-গণিত শ্রেণি তুলে দিলে দু'জন শিক্ষক মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে ইংরেজি বিভাগের জন্য পাওয়া যাবে। বাকি যে পঞ্চাশ টাকা মাসে লাগবে, তা কলেজের বাৎসরিক গ্র্যান্ট ২৪০০০ টাকা, যা থেকে এখন ১৯০০০ টাকার কিছু বেশি খরচ হয়, তাই থেকেই নেওয়া যেতে পারে।

২৪। যদি শিক্ষা খাতের তহবিল থেকে এই অতিরিক্ত ব্যয় এখন মঞ্জুর করা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্য কোনও উপায়ে এই ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে দু'জন 'রাইটার' আছে কলেজে, একজন বাংলার জন্য, একজন নাগরির জন্য। প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১৬ টাকা। যে-সব পাণ্ডুলিপি তারা কপি করে তা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণত পাণ্ডুলিপিগুলিতে ভুল থাকে যথেষ্ট এবং যতবার সেগুলি কপি করা হয় ততবার ভুল ও ছাড় দ্বিগুণ হতে থাকে। সুতরাং কপিস্টের (অনুলিপিকর) দ্বারা লিখিত পাণ্ডুলিপি আর একবার কপিস্টকে দিয়ে লেখাবার ফলে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া যে দু'জন কপিস্ট সংস্কৃত কলেজে আছে, তারা মাসে পাঁচ-ছয় টাকার মতো কপি করে, অথচ মাসে ৩২ টাকা করে বেতন পান।

এই কপিস্ট দু'জনকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাঁদের বেতনের ৩২ টাকা অন্য ভাল কাজে লাগানো উচিত। ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসিক ৮ টাকা করে একটি জুনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যদি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে ইংরেজি বিভাগের জন্য আলাদা করে ৮ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করার দরকার হবে না। দু'জন কপিস্টের ৩২ টাকা এবং বৃত্তির ৮ টাকা যোগ করলে মাসে ৪০ টাকা হতে পারে। আগে যে ৫০ টাকা ঘাটতি পড়ছিল তা থেকে এইভাবে ৪০ টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুতরাং বাকি থাকে আর ১০ টাকা মাত্র এবং এই ১০ টাকা কলেজের তহবিল থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে।

২৫। ১৮৫০ সালে আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ দিই তখন, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি একটি রিপোর্টে শিক্ষা সংসদের কাছে জানাই। তারপর কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমি আমার আগেকার মতামত কিছু কিছু অদল-বদল করার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে আগেকার পরিকল্পনার খানিকটা তফাত আছে।

২৬। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোনও প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

শ্যামনগরের বন্ধ জুটমিল খোলার দাবি জানাল এআইইউটিইউসি

উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগরে ওয়েভারলি জুটমিলের মালিক ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক নোটিশ দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেন।

ফলে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক কাজ হারান। মালিকের এই স্বেচ্ছাচারী নোটিশ দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। গেটের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করেন।

মিলের মালিক খুবই সুচতুরভাবে এই কাজ করেছে প্রশাসন ও তথাকথিত বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলির দালাল নেতাদের সহায়তায়। এই মালিক শ্রমিকদের কাছ থেকে ১৮ কোটি টাকা তুলে পিএফ দপ্তরে জমা দেয়নি। অবসরের পর গ্র্যাচুইটির কয়েক কোটি টাকা শ্রমিকদের দেয়নি। শুধু তাই নয় সাপ্তাহিক বেতনের টাকাও না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

কাঁচা পাটের অভাব দেখিয়ে প্রথমে মালিক ২৯ জানুয়ারি লে-অফ ঘোষণা করে। ১২ ফেব্রুয়ারি মিল চালু করলেও শ্রমিকরা বেতন পাননি। ১৮ ফেব্রুয়ারি মালিকপক্ষ জানিয়েছিল তিন দিনের মধ্যে বেতন দেওয়া হবে। কিন্তু মালিক কারখানার ভিতরে থাকা সমস্ত উৎপাদিত সামগ্রী এই তিন দিনে বিক্রি করে দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দেয়। ওই দিন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, 'মালিক ও সরকারকে অবিলম্বে কারখানা খুলতে হবে ও সমস্ত শ্রমিককে কাজ দিতে হবে এবং বকেয়া প্রাপ্য বেতন ও গ্র্যাচুইটির টাকা অবিলম্বে শ্রমিকদের দিতে হবে। শ্রমিকদের দেওয়া পিএফ-এর টাকা অবিলম্বে পিএফ দপ্তরে জমা করতে হবে।'

২৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, রাজ্য সহসভাপতি ও বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক অমল সেন, রাজ্য নেতা বঙ্কিম বেরা, প্রদীপ চৌধুরী, চন্দ্রশেখর চৌধুরী, চটকল শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা রামজি সিং, করুণ দত্ত সহ ১২ জনের প্রতিনিধি দল বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সাথে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন (ছবি)। সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুর এসডিওতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এই আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান তাঁরা।

ওয়েভারলি জুটমিল

ট্রাম্পের ভারত সফরের প্রতিবাদে কলকাতায় প্রবল বিক্ষোভ

সারা দেশের সাথে কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদী দস্যু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি এসপ্ল্যানেডে বিক্ষোভ সভায় ট্রাম্পের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

চিটফান্ড প্রতারিতদের রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

১০ ফেব্রুয়ারি অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যভিত্তিক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে। আমানতকারীদের টাকা ফেরত ও এজেন্টদের সুরক্ষা সহ ৬ দফা দাবিতে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরীর নেতৃত্বে মহাদেব কোলে, মনিরুল ইসলাম, আসরাফুল হক ও অশোক মুখার্জী ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যপাল প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি ই-মেল মারফত প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয়।

বোরো চাষের জল চাই তমলুকে চাষিদের পথ অবরোধ

বোরো চাষে জলের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের চাষিরা ১৭ ফেব্রুয়ারি তমলুক-পাঁশকুড়া রাস্তা অবরোধ করেন। এই ব্লকের চাষিরা জলের জন্য পায়রাটুঙ্গি খালের উপর নির্ভরশীল। গত আমন চাষে অতিবৃষ্টি এবং ওই খাল পরিষ্কার না থাকার ফলে ধানের ফলন মার খেয়েছে। পান, ফুলেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বোরো ধান চাষ শুরু হয়েছে এখন। কিন্তু পূর্ণিমার কোটাল চলে গেলেও জল ছাড়া হয়নি। মানিকতলায় রাস্তার কাজের নামে হঠাৎ করে খাল ঘিরে দেওয়ায় একটুও জল আসছে না। শ্রীরামপুর বাস স্টপেজের কাছে দুই শতাধিক চাষি রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত অফিস থেকে আধিকারিকরা এসে প্রতিশ্রুতি দেন— অতি দ্রুত জল দেওয়া হবে এবং খাল সংস্কারের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটি সভার আয়োজন করা হবে।

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদ ত্রিপুরায়

ত্রিপুরার বিজেপি সরকার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে আই সি ইউ-র ফি বাড়ালো। এর তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি) ২০ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল গেটে বিক্ষোভ দেখায়। সুপারকে দেওয়া এক স্মারকপত্রে দাবি জানানো হয়— ১) আইসিইউ ফি প্রত্যাহার করতে হবে, ২) হাসপাতাল কাউন্টারে জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করতে হবে, ৩) ওষুধ এবং অপারেশন সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে ৪) বেড বাড়াতে হবে ৫) ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেডস সুব্রত চক্রবর্তী এবং সঞ্জয় চৌধুরী।

লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও বনবাসী মানুষের উচ্ছেদের সরকারি অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন

- আদিবাসি ও চিরাচরিত বনবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধ
- আদিবাসী সহ সকল বনবাসী ও ভূমিহীনদের পাট্টা প্রদান
- সি এন টি অ্যাক্ট, এস পি টি অ্যাক্ট ও পেশা কানুন সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা
- ফরেস্ট অ্যাক্ট সংশোধনী বিল ২০১৯ প্রত্যাহার করে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬ চালু
- এন আর সি, সি এ এ, এন পি আর বাতিলের দাবিতে

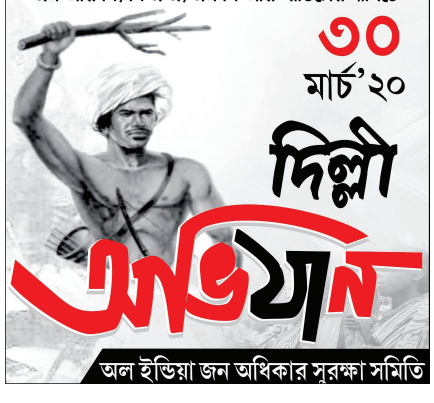

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com